'এবং মহুয়া' - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬, ২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১৫ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১৯

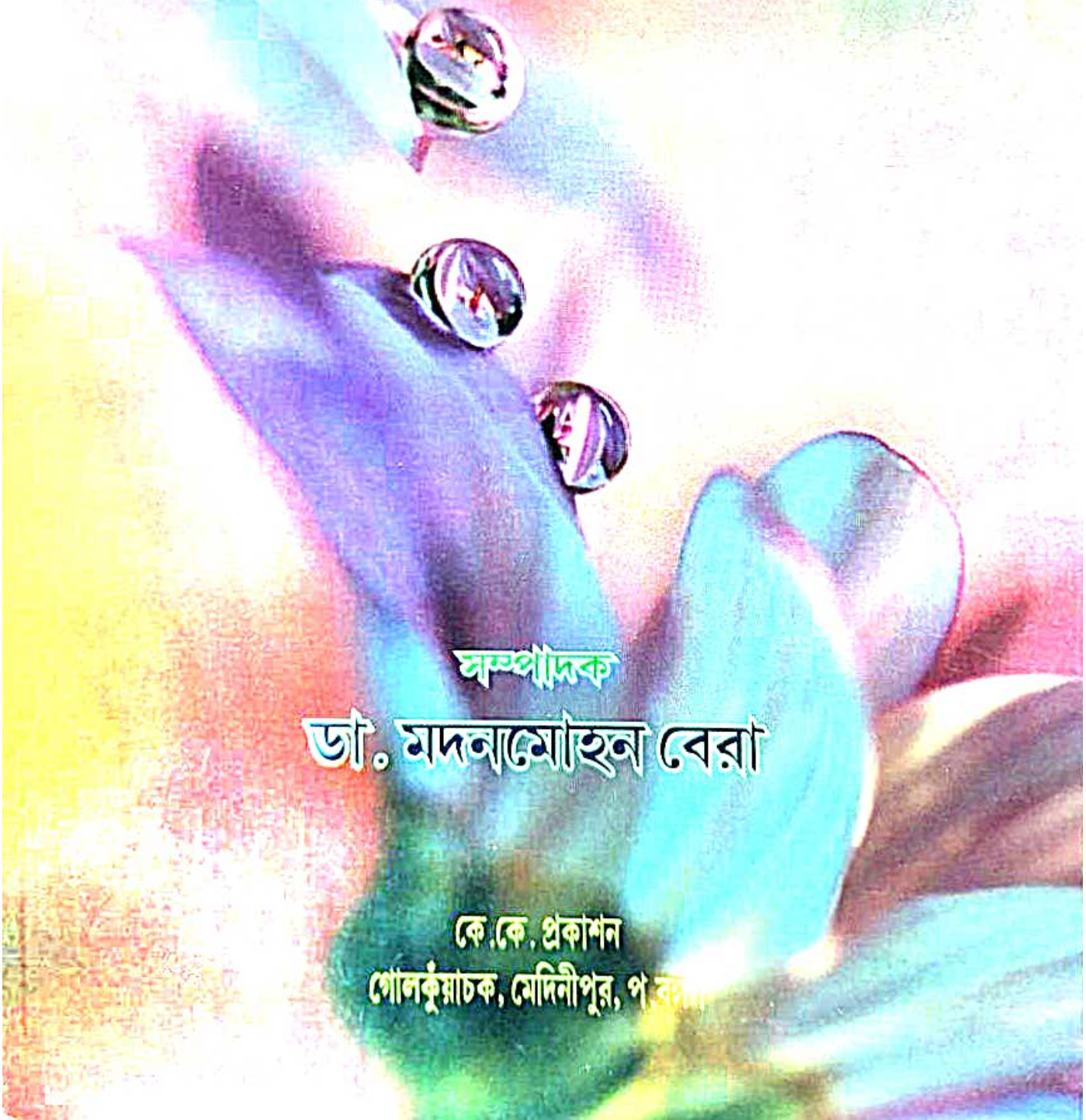

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬ (ভারতীয় ভাষার ১১৪টির মধ্যে),
বাংলা, কলা বিভাগের পত্রিকা ক্রমিক নং-৩২।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১৫ সংখ্যা
ডিসেম্বর,২০১৯

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

৩৩.দিবোন্দু পালিতের গল্প : নাগরিক মধ্যবর্গীয় কথকতা
::ড.নবনীতা বসু.....২৪০
৩৪.প্লাস্টিক দূষণ এবং পরিবেশের উপর তার প্রভাব
::ড. অভিনন্দন রাণা.....২৫৪
৩৫.একুশ শতকের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী
::ড.দীপক সোম.....২৬০
৩৬.রবীন্দ্র ছোটগল্পে 'নারী ভাষা'র অনুসন্ধান (গল্পগুচ্ছ অবলম্বনে)
::ড. অন্তরা চৌধুরী.....২৬৭
৩৭.মনুস্মৃতিতে উপলব্ধ ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তবিধি : একটি আলোচনা
::ড.তারক জানা.....২৭৭
৩৮.মতি নন্দীর 'স্টপার' : বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার চরিত্র
::ড.উদয় রতন মুখার্জী.....২৮৩
৩৯.বাঁকুড়া জেলার লৌকিক দেবী
::ড.সুমন্ত মণ্ডল.....২৯৩
৪০.চেনা রবীন্দ্রসংগীতের অচেনা কথা
:: ড.পাপড়ি চক্রবর্তী.....৩০৫
৪১.সমাজ সংস্কারের মূর্ত বিগ্রহ বিদ্যাসাগর
::ড.ভুটান চন্দ্র ঘোষ.....৩১৩
৪২.মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য : সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার আলোকে
::ড.নাজিমুল হক.....৩১৬
৪৩.বিধবা বিবাহ ও বিড়ম্বিত বিদ্যাসাগর
::ড. সঞ্জীব নাথ.....৩২৩
৪৪.মার্ক্সবাদে লোকসংস্কৃতির প্রভাব
:: ড. জিতেশ চন্দ্র রায়.....৩২৮
৪৫.অধিকার-অরণ্য ও মহাশ্বেতা
:: ড.শতরূপা সরকার.....৩৩৪
৪৬.জগন্নাথ দাসের ভাগবত : পূর্বাঞ্চলীয় সাহিত্যে
:: ড.নির্মল বেরা.....৩৪১
৪৭.মহাভারতে বাস্তুশিল্প : এক উল্লেখযোগ্য বিষয়
::ড.চন্দন মন্ডল.....৩৪৯
৪৮.স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনা - বর্তমান প্রেক্ষিত
::ড. নিতাই চন্দ্র দাস.....৩৫৭
৪৯.শাস্ত্রানুমোদিত রাজধর্ম
::ড.জগমোহন আচার্য.....৩৬৬

শাস্ত্রানুমোদিত রাজধর্ম

ড.জগমোহন আচার্য

ধর্ম শব্দের মূল অর্থ হল কর্তব্য। রাজধর্ম হচ্ছে রাজার ধর্ম। রাজার কর্তব্য বা আচরণ, রাজার উৎপত্তি এবং তার সমৃদ্ধি হল রাজধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রত্যেকের কর্তব্য দুই প্রকারের। প্রথমটি দৃষ্টার্থক, অন্যটি অদৃষ্টার্থক। রাজার এই দুই কর্তব্যই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয় হল ষাড়গুণ্য। এই ছয়টি গুণ দৃষ্টার্থক। এগুলির দ্বারা রাজা তার রাজ্যের সুরক্ষার সঙ্গে সমৃদ্ধিও করেন। অদৃষ্টার্থক কর্তব্য রাজার অন্তঃকরণের পূজন ও সংস্কার। সুরাজার প্রথম চিন্তন হল প্রজাগণের মঙ্গল। রাজার জন্য যদিও দুটি কর্তব্যই গুরুত্বপূর্ণ তথাপি দৃষ্টার্থক কর্তব্য বিশেষভাবে করণীয়।

সব ক্ষত্রিয় রাজা হতে পারবেন না। শাস্ত্রবিধানানুসারে সুসংস্কারযুক্ত ক্ষাত্রতেজের অধিকারী হবেন রাজা। ধর্মানুসারে নিয়ম অবলম্বন করে নিজ রাজ্যের প্রজাগণের প্রতিপালন করা রাজার প্রধান কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে মনু বলেন–

"ব্রাহ্মা প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্তব্যং পরিরক্ষণম্।।" (মনুসংহিতা, ৭/২)

রাজার কর্তব্যের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য মনু বলেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সুরক্ষার জন্য রাজাকে সৃষ্টি করেছেন। রাজ্য রাজা শূণ্য হলে চারদিক থেকে প্রজাগণের নান ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। ভয়ে প্রজারা রাজ্য ত্যাগ করেন। সেই কারণেই রাজার সৃষ্টি, প্রজাপালনের জন্য। মনুর ভাষায়–

"অরাজকে হি লোকেহস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভযাৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।।" (মনুসংহিতা, ৭/৩)

রাজনীতি বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মহাভারত। মহাভারতে রাজধর্ম সম্বন্ধে ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তি পর্বে (১২০/১) যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে রাজধর্ম বিষয়ে বলতে অনুরোধ করছেন। ভীষ্ম রাজধর্মের বিষয়ে সবিস্তার বর্ণনা করছেন। রাজধর্মের প্রথম কাজ প্রাণীদের রক্ষা করা। তাঁর ভাষায়–

"রক্ষণং সর্বভূতানাং ক্ষাত্রং পরং মতম্।" (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১২০/৩)

রাজা দেবতাদের অংশ বিশেষ। দেবতারা অমর তথা সশক্ত। দেব শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য প্রদান করা। দেবতারা এক একজন এক একটি বিশেষ শক্তির অধিকারী। রাজা কিন্তু সমস্ত দেবতাদের শক্তির সমন্বয়। ইন্দ্র থেকে শুরু করে বায়ু, যম, সূর্য, অগ্নি,